ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮

ফৌজদারী কার্যবিধি একটি পদ্ধতিগত আইন (Procedural law)। এটি ১৮৯৮ সালের ৫ নং আইন এবং প্রথম পাস করা হয় ১৮৬১ সালে।
ফৌজদারি কার্যবিধি ১৮৯৮ সালের ২২ শে মার্চ প্রকাশিত হয়, এবং কার্যকর হয় ১লা জুলাই ১৮৯৮ সালে।

ফৌজদারী কার্যবিধি কেন পদ্ধতিগত আইন ?
কোন আইনগত অধিকার, প্রতিকার, শাস্তি যে আইনে উল্লেখ থাকে তা তত্ত্বগত আইন (Substantive law)। উক্ত আইনগত অধিকার, প্রতিকার, শাস্তি কার্যকর করার প্রক্রিয়া বা পদ্ধতি যে আইনে উল্লেখ থাকে তা পদ্ধতিগত আইন (Procedural law)। যেহেতু ফৌজদারী কার্যবিধিতে ফৌজদারী আদালতের গঠন, তাদের ক্ষমতা, ফৌজদারী কার্যধারা, অনুসন্ধান বা বিচার পদ্ধতি, অপরাধীদের গ্রেফতার ও অপরাধ তদন্তে পুলিশের দায়িত্ব ইত্যাদি সম্পর্কে সকল নিয়ম বর্ণনা করা হয়েছে তাই এটি একটি পদ্ধতিগত আইন।

 # ফৌজদারী কার্যবিধির প্রথম তফসিল বাতিল হওয়ায় বর্তমানে ৪টি তফসিল আছে-
প্রথম তফসিল - বাতিল।
দ্বিতীয় তফসিল - দণ্ডবিধির অপরাধসমূহ কোন আদালত কর্তৃক বিচারযোগ্য, আমলযোগ্য এবং আমলঅযোগ্য অপরাধ, জামিনযোগ্য এবং জামিনঅযোগ্য অপরাধ ইত্যাদি সম্পর্কে উল্লেখ আছে।
তৃতীয় তফসিল - ম্যাজিস্ট্রেটের সাধারণ ক্ষমতা।
চতুর্থ তফসিল - ম্যাজিস্ট্রেটের উপর আরোপযোগ্য অতিরিক্ত ক্ষমতা
পঞ্চম তফসিল - ফরমসমূহ।

ফৌজদারী আদালতের শ্রেণীবিভাগ-
ফৌজদারী কার্যবিধির ৬(১) ধারা অনুযায়ী সুপ্রিম কোর্ট ব্যতীত এবং এই আইন ছাড়া বলবৎ অন্য আইন দ্বারা গঠিত আদালত ব্যতীত বাংলাদেশে দুই শ্রেণীর ফৌজদারী আদালত থাকবে,
যথা-
১. দায়রা আদালত (Courts Of Sessions)।
২. ম্যাজিস্ট্রেট আদালত(Courts Of Magistrates)।

দায়রা আদালত (Courts Of Sessions)-
ফৌজদারী কার্যবিধির ৯ ধারায় দায়রা আদালত সম্পর্কে বলা হয়েছে।
প্রতিটি জেলায় বা দায়রা বিভাগে সর্বোচ্চ ফৌজদারী আদালতের বিচারক হলো দায়রা জজ।

মহানগর এলাকায় দায়রা আদালত মহানগর দায়রা আদালত [Metropoliton Court Of Session] নামে পরিচিত হবে।
ফৌজদারী কার্যবিধির ৯ ধারা অনুযায়ী দায়রা আদালতে তিন ধরণের বিচারক থাকে, যথা- দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ এবং যুগ্ম দায়রা জজ।
দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ এবং যুগ্ম দায়রা জজকে সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদের অধীনে ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তানুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধি মোতাবেক রাষ্ট্রপতি নিয়োগ দিয়ে থাকেন।
বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিসের সদস্যদেরকে দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ এবং যুগ্ম দায়রা জজ হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।

www.exameden.com

ফৌজদারী কার্যবিধির ৬(২) ধারা অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট দুই প্রকার-
১. বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট [Judicial Magistrate]
২. নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট [Executive Magistrate]

বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট [Judicial Magistrate]
ফৌজদারী কার্যবিধির ৬(২) ধারা অনুযায়ী বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট [Judicial Magistrate] চার প্রকার-
১. মহানগর এলাকার জন্য চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য এলাকায় চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট।
২. প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট যিনি মহানগর এলাকায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে পরিচিত হবেন।
৩. দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।
৪. তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।

জেলা পর্যায়ে চার প্রকার জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট থাকে এবং মহানগর এলাকায় দুই প্রকার জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট থেকে।
মহানগর এলাকায় মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করে।
ফৌজদারী কার্যবিধিতে জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট সম্পর্কিত বিধি ২০০৭ সালে সংযুক্ত হয়।
সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদের অধীনে ১৩৩ অনুচ্ছেদের শর্তানুযায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত বিধি মোতাবেক রাষ্ট্রপতি বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দিয়ে থাকেন।

নোট- সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে "বিচার বিভাগীয় পদে বা বিচার বিভাগীয় দায়িত্বপালনকারী ম্যাজিস্ট্রেট পদে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উক্ত উদ্দেশ্যে প্রণীত বিধি অনুসারে রাষ্ট্রপতি নিয়োগদান করবে" যেহেতু চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট তাই সংবিধানের ১১৫ অনুচ্ছেদের অধীনে রাষ্ট্রপতি বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট নিয়োগ দিয়ে থাকেন।

চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বলতে অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কেও বুঝাবে, অর্থাৎ অতিরিক্ত চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট এবং অতিরিক্ত চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলাদা কোন ম্যাজিস্ট্রেটের শ্রেণী নয়। [ধারা ৬(৩)]

www.exameden.com

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট [Executive Magistrate]-

ফৌজদারী কার্যবিধির ১০ ধারায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট সম্পর্কে বলা হয়েছে-

(১) প্রত্যেক জেলা এবং মহানগর এলাকায় সরকার যতজন প্রয়োজন মনে করেন ততজন ব্যক্তিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিযুক্ত করিবেন এবং তাহাদের মধ্যে একজনকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিযুক্ত করিবেন।

(২) সরকার যেকোন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটকে অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে নিযুক্ত করিতে পারেন এবং উক্ত অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সরকারের নির্দেশ অনুসারে এই বিধির অধীনে বা বর্তমানে বলবৎ অন্য কোন আইন অনুযায়ী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর সমস্ত বা যেকোন ক্ষমতা লাভ করিবেন।

(৩) জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর পদ শূন্য হওয়ার ফলে কোন অফিসার অস্থায়ীভাবে তাহার স্থলাভিষিক্ত হলে সরকারের আদেশ সাপেক্ষে তিনি এই বিধি দ্বারা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে প্রদত্ত সমস্ত ক্ষমতা প্রয়োগ ও সমস্ত কর্তব্য সম্পাদন করবেন।

(৪) সরকার অথবা সরকারের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটগণ তদের এই কার্যবিধি বলে প্রদত্ত সমস্ত বা যেকোন ক্ষমতা যেই স্থানীয় এলাকার মধ্যে প্রয়োগ করতে পারবেন তা নির্ধারণ করে দিতে পারবেন।

(৫) সরকার প্রয়োজন মনে করলে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (প্রশাসন)-এ নিয়োজিত কোন ব্যক্তিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে নিয়োগ দিতে পারবেন এবং অনুরূপ সদস্যকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাসমূহ অর্পণ করতে পারবেন।

(৬) কোন জেলা বা উপজেলায় সহকারী কমিশনার, অতিরিক্ত ডেপুটি কমিশনার বা উপজেলা নির্বাহী অফিসাররূপে নিযুক্ত সকল ব্যক্তি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হবেন এবং তাদের স্ব স্ব স্থানীয় এলাকার অভ্যন্তরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন।

(৭) মহানগর এলাকায় পুলিশ কমিশনারকে সরকার নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা দিতে পারে।

প্রতিটি জেলায় নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের সর্বোচ্চ পদ হচ্ছে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট।

বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট [Special Magistrate]
ফৌজদারী কার্যবিধির ১২ ধারায় বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট সম্পর্কে বলা হয়েছে-
মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে সরকার হাইকোর্টের সাথে পরামর্শ করে যদি কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের উপর প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের উপর অর্পণযোগ্য যেকোনো ক্ষমতা অর্পণ করে তখন সেই ম্যাজিস্ট্রেট বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে গণ্য হবে।
সরকার কোন বিশেষ ক্ষেত্রে মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে কোন ব্যক্তির উপর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটের উপর অর্পণযোগ্য যেকোনো ক্ষমতা অর্পণ করলে তারা বিশেষ নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে গণ্য হবে। সহকারী পুলিশ সুপারের নিম্নপদের পুলিশ অফিসারের উপর এই ক্ষমতা অর্পণ করা যাবেনা এবং এই সকল ম্যাজিস্ট্রেটকে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য নিয়োগ দেওয়া হবে।

হাইকোর্ট বিভাগ এবং দায়রা আদালতের দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা [ধারা ৩১]
হাইকোর্ট- আইনের অনুমোদিত যেকোনো দণ্ড দিতে পারে।
দায়রা জজ এবং অতিরিক্ত দায়রা জজ- আইনের অনুমোদিত যেকোনো দণ্ড দিতে পারে।
মৃত্যুদণ্ড দিলে হাইকোর্টের অনুমোদন নিয়ে তা কার্যকর করতে হয়।
যুগ্ম দায়রা জজ- সর্বোচ্চ দশ বছরের কারাদণ্ড দিতে পারে।

বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেটের দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা [ধারা ৩২]
প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট- নিঃসঙ্গ বা নির্জন অবরোধ সহ সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ড এবং ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।
২য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট- নিঃসঙ্গ বা নির্জন অবরোধ সহ সর্বোচ্চ ৩ বছরের কারাদণ্ড এবং ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।
৩য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট- সর্বোচ্চ ২ বছরের কারাদণ্ড এবং ২ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটদের দণ্ড প্রদানের ক্ষমতা [ধারা ২৯গ এবং ৩৩ক]
ধারা ২৯গ- সরকার হাইকোর্ট বিভাগের সাথে পরামর্শ করে-
১. চীফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, চীফ জুড়িসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা যেকোনো অতিরিক্ত চীফ জুড়িসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডনীয় নয় এমন সব অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা দিতে পারে, বা
২. মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা ১০ বছরের অধিক সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় নয় এমন সব অপরাধের বিচার করার ক্ষমতা দিতে পারে।

ধারা ৩৩ক- ২৯গ ধারায় বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট আদালত মৃত্যুদণ্ড বা সাত বছরের অধিক কারাদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ব্যতীত আইনে অনুমোদিত যেকোনো শাস্তি দিতে পারে।

ধারা ৩৩ক এবং ২৯গ একসাথে পড়লে বলা যায় যে- বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটগণ সর্বোচ্চ ৭ বছর কারাদণ্ড দিতে পারে।
বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেটগণ ৫ বছরের অধিক কারাদণ্ড দিলেও দায়রা জজের নিকট আপীল করতে হবে।

একই মামলায় ভিন্ন ভিন্ন অপরাধে দণ্ডিত হলে যে শাস্তি প্রদান করা যায় [ধারা ৩৫]
কোন ব্যক্তিকে দুই বা ততোধিক অপরাধের জন্য এক বিচারে আদালত পৃথক পৃথক শাস্তি দিলে এবং উক্ত শাস্তি কারাবাস হলে, আদালত নির্দেশ দিলে উক্ত কারাবাস একত্রে চলতে পারে। কিন্তু আদালত এমন কোন নির্দেশ না দিলে একটি কারাবাস শেষ হওয়ার পর অপরটি শুরু হবে অর্থাৎ পরপর চলতে থাকবে।
পরপর কারাবাসের ক্ষেত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ১৪ বছরের বেশী মেয়াদের কারাদণ্ড দেওয়া যাবেনা [ধারা ৩৫ {২(ক)}]
মামলাটি ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বিচার করা হয়ে থাকলে এবং ভিন্ন ভিন্ন অপরাধের সাজা একত্রিত করে দেওয়া হলে তা ম্যাজিস্ট্রেট সাধারণ ক্ষমতাবলে যে দণ্ড দিতে পারে তার দুই গুনের অধিক হবেনা। [ধারা ৩৫ {২(খ)}]

দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি জেল হাজতে থাকলে তার সাজার মেয়াদ [ধারা ৩৫ক]
বিচার চলাকালীন আসামী জেল হাজতে থাকলে এবং বিচার শেষে দণ্ডিত হলে, সে ক্ষেত্রে দণ্ডিত হওয়ার পূর্বে আসামী যতদিন জেল হাজতে ছিল তা বাদ দিতে হবে। কিন্তু আসামী যদি মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয় তাহলে তা বাদ দেওয়া হবেনা। [ধারা ৩৫ ক(১)]

আসামী বিচার শেষে যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয় তার চেয়ে বেশী সময় যদি দণ্ডিত হওয়ার পূর্বে জেল হাজতে থাকে তাহলে আসামীকে জেল হাজত থেকে মুক্তি দিতে হবে এবং কোন অর্থদণ্ড দেওয়া হলে তা মওকুফ হবে [ধারা ৩৫ ক(১)] ।

www.exameden.com